



চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল : ০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮

তারিখ: ২৪.১১.১০

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

রাতে পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম পরিচালনার ঘোষণা মেয়র ডা. শাহাদাতের

রোববার রাত থেকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন বিভাগের যে সমস্ত কাজ রাতে করা সম্ভব সেগুলো রাতে পরিচালনার ঘোষণা দিয়েছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। রোববার নগরীর বাকলিয়ার কালামিয়া বাজার থেকে মশক নিধনে ক্রাশ প্রোগ্রাম ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের উদ্বোধনের পর মেয়র এ ঘোষণা দেন। এদিন মেয়র ১৭ ও ১৮ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন সড়কে হেটে হেটে পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম, সড়ক সংস্কারসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন মেয়র। মেয়র দুটি ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্ন কর্মীদের হাজিরা নেন এবং স্থানীয়দের কাছে কাজের পারফরম্যান্স জানতে চান। পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মীদের সতর্ক করে মেয়র বলেন, পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মরতদের আমি স্পষ্ট বলে দিতে চাই, অভিযোগ আছে পরিচ্ছন্ন বিভাগের অনেকে কাজ না করে মাছের ব্যবসাসহ বিভিন্ন পার্টটাইম ব্যবসা করছে। আমি দেখছি কারা কারা ফাঁকি দিচ্ছে। এখানে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে দায়িত্ব আপনারা সততার সাথে ঈমানদারিত্বের সাথে পালন করবেন। অন্যথা আমি আবারও বলছি অনেকের চাকরি নাও থাকতে পারে। “এখানকার এলাকাবাসী কোন কমপ্লেন আপনাদের বিরুদ্ধে যদি দেয় যে, আপনারা মশার স্প্রে দিচ্ছেন না, ক্লিনিং করছেন না, আপনারা অনিয়মিত আছেন তাহলে আপনাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নিব। আর যদি আপনারা ডিসিপ্লিনের সাথে ঈমানদারিত্বের সাথে সততার সাথে কাজ করেন আপনাদেরকে আমি পুরস্কৃত করবো ইনশাআল্লাহ। মশক নিধন অভিযান আরও জোরদার হবে। ওষুধের গুণগতমান ল্যাব টেস্ট করা হবে। এ বিষয়ে কোনো ধরনের আপস করবো না।” মেয়র বলেন, জলাবদ্ধতার অন্যতম কারণ হচ্ছে নালাদর্মা অপরিষ্কার থাকা। এলাকার রাস্তাঘাটের অবস্থা ভাঙা দেখেছি। মানুষ কষ্ট পাচ্ছে। যেসব রাস্তাঘাট জনদুর্ভোগের কারণ হচ্ছে সেগুলো দ্রুত মেরামত করা হবে। নগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে জনগণের সহায়তা কামনা করে মেয়র বলেন, একটি খাল দেখলাম, এটা মনে হচ্ছে একটা ডাস্টবিনে পরিণত হয়ে গেছে। সমস্ত ডাস্টবিনের ময়লা এখানে ফেলা হয়েছে। এটা আমাদের জন্য একটা দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। আমাদের নিজ দায়িত্বে এই শহরকে আমার শহর মনে করে ময়লা পরিষ্কার করতে হবে। আমরা কোন খালকে ডাস্টবিন করতে চাই না। এখানে ডাস্টবিন আছে। না হলে আরো একটা ডাস্টবিন আমি করে দিব ইনশাআল্লাহ। ওই ডাস্টবিনে আপনারা ময়লা ফেলবেন। এ শহর আমার একার না, সবার। তাই আমাদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। চট্টগ্রামের একজন নাগরিক হিসেবে হোল্ডিং ট্যাক্স আপনাকে দিতে হবে।

বারইপাড়া খাল খনন প্রকল্প পরিদর্শন

দুপুরে পূর্ব ষোলশহর জীবন মিস্ত্রি সড়কে বারইপাড়া খাল খনন প্রকল্প পরিদর্শন কালে মেয়র বলেন, বারইপাড়া খাল খনন প্রকল্প সমাপ্ত হলে নগরীর জলাবদ্ধতা অনেকাংশে কমে আসবে, এ কারণে এ প্রকল্প সমাপ্তের বিষয়ে আমি বন্ধপরিষ্কার। কাজেই এ প্রকল্পের কাজের মান ভালো হতে হবে। বারইপাড়া খাল খনন প্রকল্প এলাকা অত্যন্ত নয়নাভিরাম হওয়ায় এখানে কর্ণফুলী নদী পর্যন্ত একটা পর্যটন স্পট ইনশাআল্লাহ আমি করব। শহরের মধ্যে এ ধরনের পর্যটন স্পট হলে নাগরিকরা সুস্থ বিনোদনের একটা জায়গা পাবেন এবং এলাকায়ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। “আমি অভিযোগ পেয়েছি পূর্ব বাকলিয়াতে কিছু মানুষ এ প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে নানা রকম বাধা দিচ্ছেন। আমি তাদেরকে বলতে চাই যে যদি কোন ধরনের সমস্যা কার্যকলাপ এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে অন্তরায় হয়ে দাড়াই তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা কিন্তু কোন ড্রয়ং রুম থেকে আসি নাই, আমরা রাজপথ থেকেই কিন্তু এখানে এসেছি। কাজেই এখানে কোন মাস্তানি-সমস্যা করে জনদুর্ভোগ করা হলে এটা কখনো বরদাস্ত করা হবে না।” **সমন্বয় ছাড়া রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি চলবেনা** চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে অবহিত না করে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করে নগরবাসীকে ভোগান্তিতে না ফেলতে সেবা সংস্থাগুলোকে আহ্বান জানিয়েছেন মেয়র। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সিডিএ, ওয়াসা, টিঅ্যান্ডটি, পিডিবি, কর্ণফুলী গ্যাস, পানি উন্নয়ন বোর্ডসহ সব সেবাদানকারী সংস্থাকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য বলেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন রাস্তা করার পর পরই দেখা যায় অন্য সংস্থা রাস্তা খুঁড়ে ফেলে জনভোগান্তি সৃষ্টি করছে। সমন্বয় ছাড়া রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করা চলবে না। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে সেবাদানকারী সংস্থাগুলোকে চসিকের সাথে সমন্বয় করতে হবে। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার লতিফুল হক কাজমি, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ফরহাদুল আলম, ম্যানেজারিয়া ও মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা মোঃ শরফুল ইসলাম মাহি, মেয়রের রাজনৈতিক সচিব মারুফুল হক চৌধুরী মারুফসহ প্রকৌশল ও পরিচ্ছন্ন বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।



চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল : ০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮

চসিকের স্বাস্থ্য বিভাগকে ঢেলে সাজাতে চান মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগকে ঢেলে সাজানোর মাধ্যমে চট্টগ্রামবাসীর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে চান মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। রোববার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে চসিকের স্বাস্থ্য বিভাগের সাথে মতবিনিময় সভায় এ ঘোষণা দেন মেয়র। মেয়র বলেন, আমি দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই প্রথম যে প্রতিষ্ঠানটি পরিদর্শন করেছি সেটি হল মেমন মাতৃসদন হাসপাতাল। একসময় নারী ও নবজাতক শিশুদের সেবায় মেমন হাসপাতালের চট্টগ্রামে বিশেষ সুনাম ছিল। কিন্তু পরিদর্শনকালে চিকিৎসক ও রোগীদের সাথে কথা বলে বুঝলাম হাসপাতালটিতে যন্ত্রপাতির ঘাটতি আছে। আমি কথা বলে বুঝলাম মাত্র এক থেকে দেড় কোটি টাকার যন্ত্রপাতি কিনলে এ হাসপাতালটি পুরোদমে মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারবে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে মেমনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিগুলো কিনে দেয়ার উদ্যোগ নিব। এছাড়া, স্বাস্থ্য বিভাগের অন্যান্য যেসব প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোও ঢেলে সাজাব। “চসিকের স্বাস্থ্য বিভাগকে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ টাকা ভর্তুকি দিতে হয়। অথচ, এ বিভাগটিকে সুন্দরভাবে গড়লে এটি চসিকের জন্য একদিকে আয়বর্ধক হবে অন্যদিকে নগরবাসীর জন্য স্বল্প ব্যয়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করবে। প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি এবং লোকবল দিয়ে চসিকের স্বাস্থ্য বিভাগকে ঢেলে সাজানো হবে। বন্দরটিলা হাসপাতাল, মোস্তফা হাকিম হাসপাতালসহ কর্পোরেশনের বেশ কিছু ভালো বড় হাসপাতাল রয়েছে এগুলো সংস্কার করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের হারানো ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনা হবে। আমি ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালের নেতৃত্বে ছিলাম। ভঙ্গুর এই প্রতিষ্ঠানটিকে আমি নিজের পায়ে শক্তিশালী করে দাঁড় করিয়েছিলাম। ইনশাআল্লাহ আমার আগের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে চসিকের স্বাস্থ্য বিভাগকে ঢেলে সাজাবো, জনগণের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকার বাস্তবায়ন করব।” সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মো. ইমাম হোসেন রানা, ডা. এস এম সরোয়ার আলমসহ চসিকের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্বাক্ষরিত/-

(আজিজ আহমদ)

জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮